শিষ্যত্বের বিকাশ

খ্রীষ্টিয় জীবনে অপরিহার্য্য বিষয় সমূহ
নেতার নির্দেশিকা

ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিক জগৎ

পাঠ ২: শয়তানের রণনীতিসমূহ

ভূমিকা

এই পাঠটি হচ্ছে শিষ্যত্বের বিকাশ মড্যুলের অন্তর্গত ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিক জগৎ আখ্যাত একটি ভাগ বিশেষ । এই ধারাবাহিকটি আধ্যাত্মিক জগতের বাস্তবতা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে – যে জগতে শুভ ও অশুভ উভয় শক্তিই অবস্থান করছে । মন্দ বা অশুভের উৎপত্তি, শয়তানের চরম দন্ড, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও ঘাঁটির বাস্তব অস্তিত্ব, ঈশ্বর আমাদের যে রণসজ্জা সরবারহ করেছেন, শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের মহারণকৌশল সমস্ত কিছুর উপর ঈশ্বরের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ এবং স্বপ্ন, দর্শন ও স্বর্গদূতের মাধ্যমের মত যে অতিপ্রাকৃত পন্থাগুলিতে ঈশ্বর মাঝেমধ্যেই তাঁর প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন, এমন বিষয়গুলি নিয়েই এই মড্যুলটি চর্চা করেছে ।

আকাঙ্খিত শ্রোতা

নব্য-খ্রীষ্টানুসারী বা যারা খ্রীষ্টাচারী পরিত্রাণের মৌলিকতত্ত্বের চর্চা আর একবার ঝালিয়ে নিতে চান তারাই হচ্ছেন এই পাঠ্যক্রমের অভীষ্ট শ্রোতাবৃন্দ । যারা সুসমাচার প্রচার ও শিষ্যত্বের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারাও এই চর্চা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেন । এই পাঠ্যক্রম ধরেই নেয় যে, যোগদাতা যীশুকে অনুসরণের সঙ্কল্প ইতিমধ্যেই নিয়েছেন এবং খ্রীষ্টাচারকে আরও অনুসন্ধান করতে আগ্রহী ।

পাঠ্যক্রমের প্রস্তুতিতে পরিচালককে সাহায্য করাই পরিচালকের নির্দেশিকা'র উদ্দেশ্য এবং www.debengali.org'এ লভ্য Discipleship Essentials উপকরণের সংযোগে ব্যবহারযোগ্য ।

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে । কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর – ৫৬০ ০০১

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধিনস্থ। লাইসেন্সের বিষেয় অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing

ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিক জগৎ
পাঠ ২: শয়তানের রণনীতিসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠের লক্ষ্য হচ্ছে, ঈশ্বরের লোকেদের বিরুদ্ধে শত্রু কি রণনীতি কাজে লাগাচ্ছে আর শত্রুর দুর্বলতাগুলিই বা কি তা বোঝানো ।

নেতার নির্দেশিকা

বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে, শয়তানের প্রধান অভিসন্ধি হচ্ছে ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে সম্পর্কটিকে নষ্ট করা । এদোন উদ্যানে এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য আর আজও তাঁর লক্ষ্য এটাই । যদিও এই পাঠটি চর্চা করার পক্ষে হয়ত কিছুটা অপছন্দ জনক, আর কোন কোন যোগদাতার পক্ষে হয়ত কঠিন যদি তারা নানান সঙ্কটের মধ্যে বা শয়তানের আক্রমনের মধ্যে দিয়ে চলেছেন তবু এটা জানা আবশ্যক যে, ঈশ্বর একটা যুদ্ধ চালনা করছেন এবং তিনি বিজয়ী হবেন অবশ্যই । যোগদাতাদের এটা পাঠের শুরুতেই মনে করিয়ে দেওয়া হয়ত উপকারী হবে । ঈশ্বর এই জগতে যে কর্মরত রয়েছেন এবং শয়তান এখন এই দুনিয়ার রাজা হলেও চিরকাল যে সে তা থাকবে না এটা

ভূমিকা

শ্রোতাদের প্রশ্ন করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে দু'তিনটি বেছে নিন ।

- "মন্দ" শব্দটি কানে এলে সেটি সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়? কি কি বিষয়কে মন্দ বলা যায়?
- কি কি ভাবে আপনার চারপাশের লোকেরা পাপে প্রলুব্ধ হয়? আপনার সম-বয়স্ক লোকেরা কোন কোন প্রকার প্রলোভন নিয়ে মুশকিলে পড়েন?
- কোনটাকে শয়তানের প্রধান লক্ষ্য বলে আপনার মনে হয়?
- আপনার কি মনে হয় যে, জগৎ আজকে একটা আধ্যাত্মিক যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে? তার কয়েকটি নমুনা কি কি?

অধ্যয়ন
শিক্ষা

- **শয়তানের চক্রান্তঃ** শয়তানের আগ্রাসী বাসনা হচ্ছে ঈশ্বরের লোকেদের ঠকানো আর নষ্ট করা । যত পবিত্র ও সজ্জনদের শত্রু সে । নিজের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন ঈশ্বর তাঁরই সঙ্গে সহভাগিতা করার উদ্দেশ্যে । মানুষ ছিল ঈশ্বরের সৃষ্টির মুকুট আর তাই শয়তানের রোষের লক্ষ্যবস্তু । সে ঈশ্বরকে আঘাত দিতে চেয়েছিল ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার জন্য মানুষকে প্রলুব্ধ করে, আর সেটাই সে করেছিল ভালমত এটা জেনে যে তাতে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা ছিল তা নষ্ট হয়ে যাবে ।

করণীয়

- শয়তান যে যে উপায়ে কাজ করে নীচে তার তালিকাটি পড়ুন । তালিকাটি পড়ে আপনার নিজের জীবনে কিংবা নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে শয়তানের কাজগুলিকে চিহ্নিত করতে পারেন কি না । *শাস্ত্রোল্লেখ দেওয়া আছে যাতে আপনার যোগদাতাদের নিয়ে এই বিশদে প্রসঙ্গগুলির দু'-একটি খতিয়ে দেখতে পারেন ।*

- শয়তান ও পিশাচদের কাজগুলি কি কি?

    - স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রবঞ্চনা (আদিপুস্তক ৩:৩-৫ ও ২শমূয়েল ১৫:৩-৬ পদ) ।
    - নিধন ও নিগ্রহ (মার্ক ৫:৫ ও ৯:২২, মথি ১২:২২, লূক ৮:২৭-২৯ ও ১৩:১১-১৭ ও প্রেরিত ১০:৩৮ পদ) ।
    - যৌন অশুচিতা ও হিংসা (ইব্রীয় ১২:১৬ ও ১ করিন্থীয় ৬:১২-২০ পদ) ।
    - মানবীয় রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রভাব খাটানো (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৪, দানিয়েল ১০:১২-২১ ও ২ করিন্থীয় ৪:৪ পদ) ।
    - সুসমাচার প্রচারকার্যে বিঘ্ন (১ থিষলনীকীয় ২:১৮ ও ইফিষীয় ৬:১২ পদ) ।
    - প্রার্থনায় ব্যাঘাত (দানিয়েল ১০:১২-১৩ ও মথি ২৬:৩৮-৪৩ পদ) ।
    - ঈশ্বরের লোকেদের হয়রানি (লূক ২২:৩ পদ) ।
    - পৌত্তলিকতা, ডাকিনীবদ্যা ও অন্যান্য নানান তন্ত্রবিদ্যাকে প্ররোচনা-দান (গীতসংহিতা ১০৬:৩৫-৩৭, দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:৯-১২, ৩২:১৬-১৭, ১ শমূয়েল ১৫:২৩ ও প্রকাশিত বাক্য ১৮:১২ পদ) ।
    - আকস্মিক ও বিভ্রান্তিকর ব্যাপার ঘটানো (২ থিষলনীকীয় ২:৯ ও প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৩-১৪ পদ) ।
    - ঈশ্বরের কাছে খ্রীষ্টানুসারীদের নামে কুৎসা ও নালিশ (প্রকাশিত বাক্য ১২:১০, রোমীয় ৪:৩৩ ও ৩৮:৩৯ পদ) ।

শিক্ষাঃ

- **শয়তান একা কাজ করে নাঃ** শাস্ত্রে আমরা শয়তান আর সেই সঙ্গে পিশাচ (মন্দ আত্মা)' এরও উল্লেখ পাই । এই পিশাচ হচ্ছে আসলে সেইসব স্বর্গদূত যাদের ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু তারা মন্দকেই বেছে নিয়েছিল, এদের আমরা পতিত দূত বলেও উল্লেখ করে থাকি । এরা জগতে শয়তানের দাসত্ব করে আর তারই হুকুম তামিল করে । কোন কোন বাইবেল পন্ডিত ইঙ্গিত করেন যে, ঈশ্বর সৃষ্ট দূতদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ বিদ্রোহ করে শয়তানের অনুচর হয় (প্রকাশিত বাক্য ১২:৩-৪ পদ) । এই পতিত দূতেরাও কিন্তু ঈশ্বরের অনুগত স্বর্গদূতদের সমকক্ষ শক্তিমান । পতিত দূতদের একদিন বিচার হবে (মথি ২৫:৪১, ২ পিতর ২:৪, যিহুদা ১:৬ ও প্রকাশিত বাক্য ১২:৯ পদ) ।

- **শয়তান কি করতে পারেঃ** শয়তানের ক্ষমতা এবং তার দুর্বলতা সম্বন্ধেও একজন খ্রীষ্টানুসারীর অবগত থাকা আবশ্যক । শয়তান পারেঃ
    - লোকেদের ঠকাতে, প্রভাবিত ও হয়রানি করতে ।
    - লোকেদের অস্বাভাবিক ক্ষমতা দিতে, যাতে তাদেরই বা অন্যদের হানি ঘটানো যায় ।
    - অসুস্থতা, রোগ-ব্যাধি আর শারীরিক দুর্ঘটনা নিয়ে আসতে । তার পিশাচদের দিয়ে মানুষ ও পশুদের কবলিত করতে (মথি ৮:২৮-৩৪ পদ; মার্ক ৫:১-৪ পদ) ।
    - জগতের রাষ্ট্রগুলিকে পরিচালনা করতে, কারণ বর্তমানে সেই হচ্ছে জগতের শাসক (মথি ৪:৮, যোহন ১২:৩১ ও ইফিষীয় ২:২ পদ) ।

- **শয়তান কি করতে পারে নাঃ**

    - ঈশ্বরের মুক্তিপ্রাপ্তদের ছিনিয়ে নিতে পারে না (ইব্রীয় ৬:১৭-২০, ৮:৬ ও ৯:১৫ পদ) ।

- কোন মানুষকে সে পাপ করাতে পারে না – আমরা হয়ত শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হতে পারি কিন্তু পাপ করার ইচ্ছাটা আমাদেরই নিজস্ব দায় (১ করিন্থীয় ১০:১৩ ও যাকোব ১:১৪-১৫ পদ) ।
- সে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর বলপ্রয়োগ করতে পারে না (যিহোশূয় ২৪:১৫ পদ) ।
- তার ক্ষমতা সীমিত এবং ঈশ্বর-দ্বারা সীমাবদ্ধ । মানুষকে আক্রমণ করার ব্যাপারে সে নিয়ন্ত্রিত – বিশেষতঃ ঈশ্বরের লোকেদের । কখনও কখনও বোধ হয় যে শয়তানের আর্জি ঈশ্বর মঞ্জুর করেন বটে তবে শুধুমাত্র যখন তিনি সেই পরীক্ষার পরিণাম আরও মঙ্গলজনক হবে বলে মনে করেন (ইয়োব ১:৬-১২, ২:৩-৬ ও লূক ২২:৩১-৩২ পদ) ।
- সে সৃষ্টি করতে পারে না – ঈশ্বরই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা ও রচয়িতা । শয়তান তার নিজের অনুসরণকারী পিশাচদেরও সৃষ্টি করতে পারে না (যোহন ১:৩, রোমীয় ১১:৩৬ ও ১ করিন্থীয় ৮:৬ পদ) ।
- সে তার অনুগামীদের কোন শাশ্বত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না (যোহন ১০:৯-১০, ১৬:৩৩ ও রোমীয় ১৫:১৩ পদ) ।
- সে খ্রীষ্টানুসারীদের উপর নয়, শুধু অবিশ্বাসীদের উপরই শাসন করতে পারে (কলসীয় ১:১৩ পদ) ।
- সে সর্বত্র বিরাজ করতে পারে না, সে সর্বজ্ঞানী নয়, সর্বশক্তির অধিকরীও নয় । সে আমাদের চিন্তাগুলি জানতে পারে না, আমাদের ইচ্ছার উপর বলপ্রয়োগও করতে পারে না; সে সর্বদা আমাদের সহবর্তী নয় ।

❖ **ঈশ্বরের উদ্ধার প্রকল্পঃ** এদোন উদ্যানের পর ঈশ্বর জানতেন যে, সমস্ত মন্দকে যদি তিনি একবারে বিনষ্ট করেন, পাপময় মানবজাতিও একইসাথে বিনষ্ট হবে । তার বদলে, তিনি এমন একটি উদ্ধার অভিযানের পরিকল্পনা করলেন যার দ্বারা মন্দকে বিনষ্ট করা যাবে (১ যোহন ৩:৮ পদ) অথচ মানবজাতিকে পূর্বের মত বিশুদ্ধ অবস্থাতে সংরক্ষণ করা যাবে ।

➢ ঈশ্বরের বাহিনীতে আমরা যোদ্ধা, তাঁর আদেশ অনুযায়ী শত্রুর বিপক্ষে সমরাভিযান সম্পন্ন করে থাকি । ঈশ্বরের পরিকল্পনা হচ্ছে শয়তানের ফাঁদ থেকে মানুষকে বাঁচানো এবং যারা তাঁকে অনুসরণ করবেন তাদের নিয়ে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ।

➢ ঈশ্বরের পরিকল্পনা হচ্ছে একক ব্যক্তিবিশেষকে মুক্ত করা, অন্ধকার থেকে উদ্ধার করা এবং তাঁর গৌরবময় রাজ্যে আনয়ন করা । কালের অন্তে, শয়তান ও তার পিশাচবর্গ চিরকালের মত একেবারেই পরাস্ত হবে এবং তাদের বিদ্রোহের বিনিময়ে দন্ড প্রাপ্ত হবে ।

❖ **'দূর্গসমূহ' কাকে বলে?** 'দূর্গসমূহ' শব্দটি শয়তানের ঘাঁটি, আস্তানা বা কেল্লা বোঝাতে নূতন নিয়মে একবার ব্যবহৃত হয়েছে ।

➢ **২ করিন্থীয় ১০:৩-৪ পদঃ-** আমরা যে আধ্যাত্মিক যুদ্ধে রত রয়েছি সে বিষয়ে এই পদটি কয়েকটি কথা বলেঃ

- আমাদের এই যুদ্ধে, জগতের পদ্ধতিতে লড়াই চলে না ।
- আমাদের অস্ত্রশস্ত্র বাহ্য-পদার্থগত নয় বরং আধ্যাত্মিক ।
- আমাদের শক্তি কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে ।
- শত্রুপক্ষের আত্মিক দূর্গসমূহ চূর্ণ করাই ঈশ্বরের সঙ্কল্প ।

❖ **এই যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তুঃ** মন্দের এই দূর্গ বা কেল্লাগুলি গুণগতভাবে আধ্যাত্মিক আর এইগুলির বিরুদ্ধেই খ্রীষ্টানুসারীর যুদ্ধ । প্রার্থনার মাধ্যমেই এই দূর্গগুলির জায়গা আমরা পরিবর্তন করে দিতে পারি ঈশ্বরের দূর্গসমূহ দিয়ে ।

- **পৈশাচিক দূর্গসমূহের নমুনা** (ঈশ্বরের কাছ থেকে কাউকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে এমন যে কোন কিছুই একটা পৈশাচিক দূর্গ হতে পারে) ।
    - ধার্মিকতার আকৃতিধারী কিন্তু ক্ষমতাহীন (মিথ্যা ধর্ম) (২ তীমথিয় ৩:৫ পদ) ।
    - অবাধ্যতার আত্মা (কলসীয় ৩:৬ ও ১ থিষলনীকীয় ১:৮ পদ) ।
    - ঈশ্বরের সত্যকে অগ্রাহ্যকারী জাগতিক ব্যবস্থা (রোমীয় ১:১৮-২৩ পদ) ।
    - যে কোন প্রকার পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপূজা (আসলে প্রেত পূজা) (গীতসংহিতা ১০৬:৩৩-৩৭, সখরিয় ১০:২ ও ১ করিন্থীয় ১০:১৯-২০ পদ) ।
    - ঈশ্বর সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা বা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা ।
    - ভয়, ঈর্ষা, ঘৃণা, হিংসা, লাম্পট্য, ক্রোধ ইত্যাদি হল আমাদের জীবনের এমন আচরণ যা শয়তানকে সুযোগ দেয় আমাদের ফাঁদে ফেলতে ।

- **ঐশ্বরিক দূর্গসমূহঃ**
    - প্রভুর নাম (গীতসংহিতা ৯:১০, ১ শমূয়েল ১৭:৪৫ ও গীতসংহিতা ২০:৬-৭ পদ) ।
    - ঈশ্বরের বাক্য (গীতসংহিতা ১৮:৩০ ও ইব্রীয় ৪:১২ পদ) ।
    - মেষশাবকের রক্ত (ইফিষীয় ১:৭ ও প্রকাশিত বাক্য ১:৫ পদ) ।

আলোচনা

- এই পাঠে আপনি নতুন কি শিক্ষা করলেন? শয়তান কি করতে পারে বা কি পারে না সে সম্বন্ধে সঠিক বাইবেলীয় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক কেন?

- ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করতে শয়তান কিভাবে এই আক্রমণগুলিকে ব্যবহার করে (যেমন, যৌন দুর্নীতি, শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ বা গুপ্তবিদ্যার চর্চা)?

- কেন আমাদের স্বকীয় রীতিপালন, ধর্মানুশীলন আর প্রার্থনা-জপ করা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়? শয়তানের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একমাত্র কোন্ আক্রমণাত্মক সরঞ্জাম আমাদের দেওয়া গেছে?

- উপরে উল্লিখিত শয়তানের রণনীতিগুলির মধ্যে কোনটা ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে কি চিহ্নিত করতে পারেন?

- দৈনন্দিন ভিত্তিতে শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমরা কি করতে পারি? আমরা ওগুলিতে কিভাবে প্রতিরোধ করতে বা শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হওয়া এড়াতে পারি?

প্রার্থনা

প্রার্থনা করুন যাতে যোগদাতারা জগতে শয়তানের কার্য সম্বন্ধে সচেতন হন অথচ তাতে ভীত না হন । প্রার্থনা করুন যেন তারা প্রতিদিন ঈশ্বরদত্ত যুদ্ধসজ্জায় পূর্ণ সজ্জিত হন (ইফিষীয় ৬:১০-২০ পদ) । শত্রুর চক্রান্ত আমাদের কাছে ফাঁস করে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন আর প্রার্থনা করুন যেন দূর্গসমূহ ধ্বংস করা যায় । প্রার্থনা করুন যে যোগদাতারা যদি কোন মন্দ কাজে জড়িত থাকেন তা যেন উপলব্ধি করেন, অনুতাপ করেন আর তা থেকে ফেরেন । যোগদাতাদের নিরাপত্তা এবং তারা যেন ঈশ্বরের আত্মায় পূর্ণ হন, সে জন্য প্রার্থনা করুন ।